সমকাল

তারিখ ... 17 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

ঢাবির মানববন্ধনে বক্তারা

হয়রানি করতেই ৫৭ ধারায় মামলা

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

হয়রানি করতেই তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) আইনের ৫৭ ধারায়
মামলা করা হচ্ছে। শুধু সাংবাদিক নয়, সাধারণ মানুষকেও এ ধারায় মামলা
দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা
বিভাগের আয়োজনে এক মানববন্ধনে এ কথা বলেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
অনতিবিলম্বে এই ধারা বাতিলের দাবিও জানিয়েছেন তারা। যমুনা
টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার নাজমুল হোসেনের বিরুদ্ধে ৫৭ ধারার মামলা
প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল রোববার দুপুরে এ মানববন্ধন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এ মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়া,
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান,
অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক সৈয়দ মাহফুজুল হক, ঢাবি সাংবাদিক
সমিতির সভাপতি ফরহাদ উদ্দীন, নাজমুল হোসেনের সহপাঠী ডেইলি স্টারের
রিপোর্টার তুহিন অধিকারী, ঢাকা ট্রিবিউনের রিপোর্টার সোহেল মামুন প্রমুখ।

সরকারের প্রতি ৫৭ ধারা বাতিলের আহ্বান জানিয়ে অধ্যাপক শফিউল
আলম বলেন, এই ধারায় অনেক অস্পষ্টতা রয়েছে। এই ধারায় মামলা হলে
জামিন পাবেন না, এটা একটা ভয়ঙ্কর দিক। হয়রানি করতেই ৫৭ ধারায়
মামলাগুলো হচ্ছে। তিনি বলেন, যখন সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে
এই মামলা হচ্ছে, তখন কিন্তু সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সরকারের অনেক
ভালো কাজ কলঙ্কিত হচ্ছে।

অধ্যাপক মফিজুর রহমান বলেন, সাংবাদিক নাজমুলের বিরুদ্ধে করা মামলা
প্রত্যাহারের দাবিতে এখানে দাঁড়ানো একটা উপলক্ষ হলেও আজকে আমাদের
অবস্থান ৫৭ ধারার বিরুদ্ধে।

ফরহাদ উদ্দীন বলেন, এই ধারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও স্বাধীন
সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ করে। নাজমুল হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা
হয়রানিমূলক।